আল-মুজাদালা | Al-Mujadila | ٱلْمُجَادِلَة

আয়াতঃ ৫৮ : ৯

আরবি মূল আয়াত:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِذَا تَنَاجَيۡتُمۡ فَلَا تَتَنَاجَوۡا بِالۡاِثۡمِ وَ الۡعُدۡوَانِ وَ مَعۡصِيَتِ الرَّسُوۡلِ وَ تَنَاجَوۡا بِالۡبِرِّ وَ التَّقۡوٰى ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىۡۤ اِلَيۡهِ تُحۡشَرُوۡنَ ﴿۹﴾

অনুবাদসমূহ:

হে মুমিনগণ, তোমরা যখন গোপনে পরামর্শ করবে তখন তোমরা যেন গুনাহ, সীমালঙ্ঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে গোপন পরামর্শ না কর। আর তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার বিষয়ে গোপন পরামর্শ কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। — আল-বায়ান

হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ কর, তখন পাপাচার, সীমালঙ্ঘন আর রসূলকে অমান্য করার পরামর্শ কর না। তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়া অবলম্বনের ব্যাপারে পরামর্শ করো। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যাঁর কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। — তাইসিরুল

হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ কর, সেই পরামর্শ যেন পাপাচরণ, সীমা লংঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয়। কল্যাণকর কাজ ও তাকওয়া অবলম্বনের পরামর্শ কর এবং ভয় কর আল্লাহকে যাঁর নিকট তোমরা সমবেত হবে। — মুজিবুর রহমান

O you who have believed, when you converse privately, do not converse about sin and aggression and disobedience to the Messenger but converse about righteousness and piety. And fear Allah, to whom you will be gathered. — Sahih International

৯. হে মুমিনগণ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ করবে তখন সে গোপন পরামর্শ যেন পাপাচরণ, সীমালঙ্ঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না কর।(১) আর তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়া অবলম্বনের পরামর্শ করো। আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যার কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।

(১) এ ব্যাপারে যে মজলিসী রীতিনীতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন তা এই যে, "যখন তিন ব্যক্তি এক জায়গায় বসা থাকবে, তখন তাদের মধ্য থেকে দু'জনের তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে গোপন সলা পরামর্শ করা উচিত নয়। কেননা, এটা তৃতীয় ব্যক্তির মনোকষ্টের কারণ হবে।" [বুখারী: ৬২৮৮, মুসলিম: ২১৮৩,

মুসনাদে আহমাদঃ ১/৩৭৫]

তাফসীরে জাকারিয়া

(৯) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ কর, সে পরামর্শ যেন পাপাচরণ, সীমালংঘন ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয়।[1] তোমরা কল্যাণমূলক কাজ ও আল্লাহভীরুতা অবলম্বনের পরামর্শ কর।[2] আর সেই আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নিকট তোমরা সমবেত হবে।

[1] যেমন ইয়াহুদী এবং মুনাফিকদের স্বভাব। এটা ঈমানদারদেরকে তরবিয়ত দান ও তাঁদের চরিত্র গঠনের জন্য বলা হচ্ছে যে, যদি তোমরা তোমাদের ঈমানের দাবীতে সত্য হও, তাহলে তোমাদের কানাকানি ইয়াহুদী এবং মুনাফিকদের মত পাপ ও অন্যায়ের জন্য হওয়া উচিত নয়।

[2] অর্থাৎ, যে কাজে মঙ্গলই মঙ্গল আছে, যার বুনিয়াদ হয় আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের উপর। কেননা, এটাই হল কল্যাণমূলক ও আল্লাহভীরুতার কাজ।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

Source — https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=5113

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন